দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

ডক্টর সুনন্দা বড়ুয়া

১৯৩১ সালের লোক–গণনার হিসেবে বাংলা ভাষা ছিল পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লাখ লোকের মাতৃভাষা। এখন একমাত্র বাংলা দেশেই মাতৃভাষা বাংলা আজ প্রায় বারো কোটি লোকের মাতৃভাষা।

বাংলা ব্যাঞ্জনবর্ণের শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে চারটি বর্ণ। এরা হচ্ছে ং, ঃ, ৎ, ँ। ছোট বেলায় কেন জানি না এদের জন্য বড়ই মায়া হত। মনে হত এরা যেন বেচারা, কাঙালি। সবশেষে এ চারটি বর্ণ পড়তে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। পরবর্তী সময়ে এসব বর্ণ নিয়ে বাদ প্রতিবাদের ঝড় উঠতে দেখেছি। বিশেষ করে 'ং'–এর বেলায় 'ঙ' লেখা নিয়ে। ং, ঃ সংস্কৃতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একটু হেরফের ঘটলেই জাতভ্রষ্ট। 'ঙ'–এর ব্যবহার দেশজ রীতি। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন সব সময় বাংলা লিখতে গিয়ে 'ঙগ', 'ঙ্গ' ব্যবহার করেছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্থানবিশেষে লিখেছেন, বাঙালা, বাঙলা এভাবে। অনেক বিদগ্ধ জনের মন্তব্য ং দিয়ে বাংলা লেখা সহজ। কারণ 'ং' হয়–ঢাল তলোয়ার দিয়ে। আমার এক সহকর্মী (বাংলার শিক্ষক নয়) ঠাট্টা করে বলেছিলেন–বাংলা ভাষার বয়স একুশ দিন। অর্থাৎ পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই ঢাল তলোয়ার দিয়ে কি 'বাংলা' শব্দ লেখা তারই প্রয়াস।

✪ ✪ ✪ ✪

আমাদের এক শুভানুধ্যায়ী কবি বন্ধু তার সম্পাদিত এক কপি প্রেমের কবিতাগুচ্ছ আমার দৌহিত্রী বিজয়াকে উপহার দিলেন। বইটি পেয়ে বিজয়া ভারি খুশি। কিছুতেই হাত ছাড়া করবে না। একাই পড়বে। আমাদের শোনাবে। সারা দুপুর আপন মনে ইনিয়ে বিনিয়ে আমাকে কবিতা পড়ে শোনাল। কবিতার কথাগুলো ওর নিজের তৈরি। ঘুরেফিরে একই কথা। ওর কবিতা পাঠ (?) শুনে মাঝে মাঝে হাসছি। শেষ পর্যন্ত কাজের তাড়ায় বাইরে যেতে হল। সন্ধ্যার মুহূর্তে বাসায় ফিরে দেখলাম দু'জন জাপানী মহিলা অপেক্ষারত। একজন মিসেস কাটসুমি ডাটে' বাংলাদেশে আছেন অনেকদিন। বাংলা ভালো বলেন ও লেখেন। আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটে বাংলায় কোর্স করেছেন। অন্যজন মাস ছয়েক হয়েছে এদেশে এসেছেন। তরুণী এই মেয়েটির নাম Chieko-Suzuki; জাপানে স্কুল নার্স–এর কাজ করতেন। পাঁচ বছরের বাচ্চাকে স্বামীর কাছে জাপানে রেখে এসেছেন মায়ে একবার দেখে এসেছেন। মিসেস কাটসুমি ডাটের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে হঠাৎ নজরে বড়ল সুজুকি মেয়েটির বেশ কাহিল ক্লান্তশ্রান্ত চেহারা। জবুথবু হয়ে পা উঠিয়ে বসে। বললাম– তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বিছানায় এসে বস। মিসেস ডাটে বললেন– সুজুকি গতকাল একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে উপবাসে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম– রোজা নাকি। না! ওরা হাসলো, কারণ ওরা অন্য সম্প্রদায়ের।

সুজুকি বাংলা বলতে পারে না। ইংরেজীও খুব কম। ইদানীং একটু একটু বাংলা বুঝতে পারে। মিসেস ডাটে বললেন– সুজুকি ভাষা আন্দোলনে যে সব ছেলে শহীদ হয়েছে তাদের কথা শুনে খুব কষ্ট পেয়েছে। তাদের আত্মার শান্তির জন্যে ২১, ২২, ২৩ তিনদিন উপবাসে থাকবে। আহার গ্রহণের মধ্যে একমাত্র জলপান। তৃষ্ণার্ত বা অসুস্থ বোধ করলে এই জলই তার একমাত্র আহার্য। দু'জনের জন্য খাবার এল। আমার অনুরোধে সুজুকি একগ্লাস জল খেলেন। নিহত শহীদের উদ্দেশে তরুণী মেয়ের এই আবেগ আমাকে চমৎকৃত করল। সুদূর জাপানের ভিন্ন সংস্কৃতির একজন এই বিদেশী তরুণী, এত কোমল, সহানুভূতিময় তার হৃদয় মন। সত্যি অভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

আমরা জানি, একুশ মানে মিলনমেলা। একাডেমির প্রাঙ্গণে কলহাস্যের ঢেউ তোলা! একুশ মানে আবোল তাবোল প্রলাপ বলা! বিদেশী তরুণী সুজুকি তার সভ্যতা এবং মার্জিত রুচি দিয়ে আমাদের শিখিয়ে গেলেন কিভাবে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

ফুচকো, চটপটি, হালিমের টক–ঝাল মুখরোচক আনন্দের মধ্যে অনশনরতা এই নারীর ত্যাগ স্বীকার অতুলনীয়। হয়তো তার বিষাদ করুণ মনে ভেসে উঠেছে নিজের দেশে রেখে আসা সন্তানটির কথা। সে যে 'মা' সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ তার মনেও বোবা কান্নার ঢেউ তোলে।

সুজুকি চলে গেলেন। আমি ভেতরের ঘরে এসে দেখলাম বিজয়া শুয়ে আছে। অবেলায় শুয়ে কেন? তার পেট ব্যথা। কেন? প্রেমের কবিতা পড়তে পড়তে যেখানে মনপ্রাণ ভরে যায়, সেখানে 'পেট ভরে না গিয়ে, খালি পেটে বিজয়া শুয়ে আছে। চেহারাটা বেশ করুণ সত্যি সত্যি তার কি পেট ব্যথা, না কি একদম অপগন্ডের ভাত না খাওয়ার জন্যে একটা ছুতো পেয়েছে। যেভাবে রবি ঠাকুর ছোটবেলায় না পড়ার জন্যে মার কাছে আব্দার ধরতেন, 'মা আমার পেট ব্যথা করছে, আজ পড়ব না।'

✪ ✪ ✪ ✪

২৫ ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ'–এর চিঠিপত্র বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলামের লেখা একটি চিঠি পড়লাম। প্রসঙ্গ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা! সংগত কারণ দেখিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন সাহিত্যিক তার সারা জীবনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কৃত হন। এত কম টাকায় তার পরিমাপ হয় না। সুতরাং আবেদন আরো টাকা বাড়ান।

রবি ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তৎকালীন মূল্য হিসেবে নোবেল প্রাইজের দাম এক লাখ বিশ হাজার টাকা। সব টাকা তিনি জনহিতকর কাজের জন্য উৎসর্গ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী, শান্তি নিকেতন। ইচ্ছা থাকলে কত মহান কাজ করা যায়। ত্যাগের মধ্যে আছে জীবনের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের এই ত্যাগ সাধনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে কেউ গ্রহণ করেছে কিনা জানি না। তবে হৈ–হল্লোড় করে রবীন্দ্র জয়ন্তী করা হয়।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পদের ঘটে প্রাপ্তিযোগ। 'পদমর্যাদা' এখানে অত্যন্ত কার্যকর। এদেশে এমন অনেক কবি সাহিত্যিক লেখক আছেন যাদের দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার বা মাথা গোঁজার সংস্থান পর্যন্ত নেই। চতুর্দশ শতকের স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস। সাধক কবি–সত্য ও সুন্দরের সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। তার ব্যক্তিজীবন ছিল আপষহীন। স্বচ্ছল জীবন যাপন তিনি ইচ্ছে করলে পারতেন। কিন্তু কোন জমিদার মহাজনের মোসাহেবি তিনি করেননি। স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের বন্ধু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের পত্র থেকে জানা যায় কবি দিনের পর দিন শুধুমাত্র জলে ভিজিয়ে লবণ মেখে চিড়া খেতেন। তিনি বলেন, 'কি খাইব পূর্ণবাবু? আজ ঠিক বিশ দিনের মধ্যে মাত্র ৮ বার ভাত খাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। অর্থাভাবে হোটেলে নিত্য খাইতে পারি না। তাই তিন বেলায় তিন পয়সার চিড়া খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি।

'ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারিনা, দুধ মাছ কি করিয়া খাইব? একদিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচ দিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ দুর্দশা।'

সময় পরিবর্তিত হয়েছে, হাওয়া অহরহ উল্টোদিকেই প্রবহমান। অনুগ্রহ–অনুদান, [illegible], পুরস্কার, বিদেশ গমন ইত্যাদি পুষ্টিকর অথচ সহজপাচ্য সুযোগ সুবিধার জন্যে লেখকের অবদান হয় শৈল্পিক দিক চ্যুত। জনসংখ্যা বাড়ছে, এর সাথে স্বাভাবিকভাবে গুণী–জ্ঞানীর সংখ্যাও বাড়ছে। কাকে দেই, কাকে থুই, কারে রাখি, কারে ছুই। লেখক এনেছেন সৌন্দর্যের সন্ধান, দেখান সুন্দরের পথ।' তারা রচনা করেন এক ধরনের শিল্প কর্ম, এর নাম সাধনা। অর্থের যূপকাষ্ঠে একে বলি দেয়া যায় না।

আমাদের দেশে এমন অনেক লেখক ছিলেন বা আছেন যাদের লেখার কোন মূল্যায়ন হয়নি। অথচ তাদের অবদান অমূল্য। তারাই ভাগ্যবান, যারা পুরস্কৃত। ক্ষেত্রবিশেষে অভাগা লেখকরা হন তিরস্কৃত বা বহিস্কৃত। অত্যন্ত আনন্দের যে বাংলা একাডেমি কৃতী ব্যক্তিদের সম্মান দেখিয়েছেন পুরস্কৃত করে এজন্য ধন্যবাদ একাডেমিকে। অবদানের জন্য এ সম্মান, টাকা দিয়ে তার মূল্য যাচাই করা যায় না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরস্কার' কবিতার কথা মনে পড়ে। কবির চাওয়ার কিছু নেই, 'রাজকণ্ঠের ঐ মালা'। তবু আশাবাদী মানুষ মুদ্রাস্ফীতির এ প্রান্তে আশা করবেন দেড় লাখ টাকার প্রাপ্তিযোগ।

উপসংহারে এসে আমি আমার পূর্ববর্ণিত বান্ধবীর কথা আবারও না বলে পারছি না। সুস্বাস্থ্যের জন্যে তার সুনাম আছে। সে খাটতেও পারে প্রচুর। সে একাহারি, অর্থাৎ রাতে খায়তো দিনে খায় না, দিনে খায়তো রাতে খায় না। সে উচ্চ শিক্ষিতা, নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,–তুমি একাহারি কেন? এটা কি তোমার বাড়তি মেদ কমানোর জন্যে ডায়েটিং না কোন অসুখ বিসুখ।

উত্তরে আমার বান্ধবী জানাল দেশে দারুণ খাদ্যাভাব চলছে। আমি যদি একবেলা না খাই তাহলে অন্তত একজনের কিছুটা খাবার অভাব মিটবে। তোমার সদিচ্ছাই এখানে মুখ্য। এই সদিচ্ছাও স্মরণ করলে দেশের খাদ্য সংকট সহসা লাঘব হবে।

আমার উচ্চ শিক্ষিতা এই বান্ধবী আমার চেয়ে বেশি বুঝে। ওকে বুঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের অভাবী মানুষের [illegible] তার সাধারণ এই ত্যাগ স্বীকারকে [illegible] কোন ক্রমেই বোকামি ভাবতে পারি না।